

সূরা ৮২ : ইনফিতার, মাক্কী

৮২ - سورة الانفطار مَكِّيَّة

(আয়াত ১৯, রুকু ১)

(آيَاتُهَا : ١٩ رُكُوعَاتُهَا : ١)

সূরা ইনফিতার এর বৈশিষ্ট্য

জা'বির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুআ'য (রাঃ) ইশার সালাতে ইমামতি করেন এবং তাতে তিনি লম্বা কিরআত করেন। (তখন তাঁর বিরুদ্ধে এটার অভিযোগ করা হলে) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন : “হে মুআ'য (রাঃ)! তুমি তো বড়ই ক্ষতিকর কাজ করেছ।

এই সূরাগুলি إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ এবং وَضَحَى - سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْآلَى পাঠ করছনা কেন? (নাসাঈ ৬/৫০৮) এই হাদীসের মূল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১০/৫৩২, মুসলিম ১/৩৩৯) তবে إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ এর বর্ণনা শুধু সুনান নাসাঈতে রয়েছে। আর ঐ হাদীসটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যাতে রয়েছে : “যে ব্যক্তি কামনা করে যে, কিয়ামাতকে সে যেন স্বচক্ষে দেখে, সে যেন إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, এই সূরাগুলি পাঠ করে।” (তিরমিযী ৯/২৫২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(১) আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে,	١. إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ
(২) যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে,	٢. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
(৩) যখন সমুদ্র উদ্বেলিত হবে,	٣. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

(৪) এবং যখন কাবরসমূহ সমুথিত হবে;	৬. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
(৫) যখন প্রত্যেকে যা পূর্বে প্রেরণ করেছে এবং পশ্চাতে পরিত্যাগ করেছে তা পরিজ্ঞাত হবে।	৫. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
(৬) হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রাব্ব (আল্লাহ) হতে প্রতারিত করল?	৬. يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَنُ مَّا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
(৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন,	৭. الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَّلَكَ
(৮) যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সংযোজিত করেছেন।	৮. فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ
(৯) না, কখনই না, তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করে থাক;	৯. كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ
(১০) অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ;	১০. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ
(১১) সম্মানিত লেখকবর্গ;	১১. كِرَامًا كَتِبِينَ
(১২) তারা অবগত হয় যা তোমরা কর।	১২. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

বিচার দিবসে কি ঘটবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ** কিয়ামাতের দিন আকাশ ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ

ওর সাথে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। (সূরা মুয্যামমিল, ৭৩ : ১৮)

‘আর নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।’ লবণাক্ত ও মিষ্টি পানির সমুদ্র পরস্পর একাকার হয়ে যাবে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) **وَإِذَا الْبَحَارُ فَجَّرَتْ** এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : সমুদ্রের এক অংশ অপর অংশের উপর বিস্ফোরিত হবে। (তাবারী ২৪/২৬৭) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : আল্লাহ সুবহানাল্হ ওয়া তা‘আলা সমুদ্রের এক অংশকে অপর অংশের উপর বিস্ফোরিত করবেন এবং উহার সমস্ত পানি শুকিয়ে যাবে। (তাবারী ২৪/২৬৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : উহার মিঠা পানি লবণাক্ত পানির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে। (তাবারী ২৪/২১৭) **بُغْثَتْ** এর ব্যাখ্যায় সুদী (রহঃ) বলেন : কাবরসমূহ ফেটে যাবে এবং ওতে শায়িত লোকেরাও উত্থিত হবে। তারপর সব মানুষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব আমল সম্পর্কে অবহিত হবে।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে ধমক দিয়ে বলেন : হে মানুষ! কিসে তোমাদেরকে রাব্ব হতে প্রতারিত করল?’ আল্লাহ তা‘আলা যে, এ কথার জবাব চান বা শিক্ষা দিচ্ছেন তা নয়। কেহ কেহ এ কথাও বলেন যে, বরং আল্লাহ তা‘আলা জবাব দিয়েছেন যে, ‘আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ তাদেরকে গাফিল করে ফেলেছে’ এ অর্থ বর্ণনা করা ভুল। সঠিক অর্থ হল : হে আদম সন্তান! নিজেদের সম্মানিত রবের প্রতি তোমরা এতটা উদাসীন হয়ে পড়লে কেন? কোন্ জিনিস তোমাদেরকে তাঁর অবাধ্যতায় উদ্বুদ্ধ করেছে? কেনই বা তোমরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছ? এটা তো মোটেই সমীচীন হয়নি। যেমন হাদীসে এসেছে :

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন : **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ**

هَـ আদম-সন্তান! কোন জিনিস তোমাকে আমার সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করেছে? হে আদম সন্তান! তুমি আমার রাসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছ? (তুহফাতুল আশরাফ ৭/৭০)

কালবী (রহঃ) এবং মুকাতিল (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আসওয়াদ ইব্ন শুরায়কের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এই দুর্বৃত্ত নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আঘাত করেছিল। তৎক্ষণাৎ তার উপর আল্লাহর আযাব না আসায় সে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। (বাগাবী ৪/৪৫৫, মুরসাল)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন : **الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ**

فَعَدَّلَكَ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং তৎপর সুবিন্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ কিসে তোমাকে তোমার মহান রাব্ব সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করেছে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং মধ্যম ধরনের আকার-আকৃতি প্রদান করেছেন ও সুন্দর চেহারা দিয়ে সুদর্শন করেছেন?

বিশর ইব্ন জাহ্‌শ্‌ আল ফারাসী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতের তালুতে থুথু ফেলেন এবং ওর উপর তাঁর একটি আঙ্গুল রেখে বলেন, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন : **الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَّلَكَ** হে আদম সন্তান! তুমি কি আমাকে অপারগ করতে পার? অথচ আমি তোমাকে এই রকম জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি, তারপর ঠিকঠাক করেছি, এরপর সঠিক আকার-আকৃতি দিয়েছি। অতঃপর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে চলাফিরা করতে শিখিয়েছি। পরিশেষে তোমার ঠিকানা হবে মাটির গর্ভে। অথচ তুমি তো বড়ই বড়াই করছ, আমার পথে দান করা হতে বিরত থেকেছ। তারপর যখন কণ্ঠনালীতে নিঃশ্বাস এসে পৌঁছেছে তখন বলেছ : এখন আমি সাদাকাহ বা দান-খাইরাত করছি। কিন্তু এখন আর দান-খাইরাত করার সময় কোথায়? (আহমাদ ৪/২১০, ইব্ন মাজাহ ২/৯০৩)

এরপর ঘোষিত হচ্ছে : **فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ** যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সেই আকৃতিতেই গঠন করেছেন। অর্থাৎ পিতা, মাতা, মামা, চাচার চেহারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে গঠন করেছেন। (তাবারী ২৪/২৭০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার স্ত্রী একটি কালো বর্ণের সন্তান প্রসব করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন : তোমার উট আছে কি? লোকটি উত্তরে বলেন : হ্যাঁ, আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : উটগুলো কি রঙ এর? লোকটি জবাব দিলেন : লাল রংয়ের। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : উটগুলোর মধ্যে সাদা-কালো রঙ বিশিষ্ট কোন উট আছে কি? লোকটি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : লাল রঙ বিশিষ্ট নর-মাদী উটের মধ্যে এই রংয়ের উট কিভাবে জন্ম নিল? লোকটি বললেন : সম্ভবতঃ উর্ধ্বতন বংশধারায় কোন শিরা সে টেনে নিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে বললেন : তোমার সন্তানের কালো রং হওয়ার পিছনেও এ ধরনের কোন কারণ থেকে থাকবে। (ফাতহুল বারী ৯/৩৫১, মুসলিম ২/১১৩৭)

আদম সন্তানদের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কে সতর্কী করণ

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّنِّ** মহান ও অনুগ্রহশীল আল্লাহর অবাধ্যতায় তোমাদেরকে কিয়ামাতের প্রতি অবিশ্বাসই শুধু উদ্ভুদ্ধ করেছে। কিয়ামাত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে এটা তোমাদের মন কিছুতেই বিশ্বাস করছেন। এ কারণেই তোমরা এ রকম বেপরোয়া মনোভাব ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছ। তোমাদের অবশ্যই এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে :

অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ; সম্মানিত লেখকবর্গ; তারা অবগত হয় যা তোমরা কর। (সূরা ইনফিতার, ৮২ : ১০-১২) তাঁদের

সম্পর্কে তোমাদের সচেতন হওয়া দরকার। তাঁরা তোমাদের আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করছেন ও সংরক্ষণ করছেন। পাপ, অন্যায় বা মন্দ কাজ করার ব্যাপারে তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

(১৩) সৎ আমলকারীগণ তো থাকবে পরম সুখ সম্পদে;	১৩. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ
(১৪) এবং দুষ্কর্মকারীরা থাকবে জাহান্নামে;	১৪. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي حَجِيمٍ
(১৫) তারা কর্মফল দিবসে তাতে প্রবিষ্ট হবে;	১৫. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ
(১৬) তারা ওটা হতে অন্তর্হিত হতে পারবেনা।	১৬. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
(১৭) কর্মফল দিবস কি তা কি তুমি জান?	১৭. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ
(১৮) আবার বলি : কর্মফল দিবস কি তা কি তুমি অবগত আছ?	১৮. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
(১৯) সেদিন একের অপরের জন্য কিছু করার সামর্থ্য থাকবেনা; এবং সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর।	১৯. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

মু'মিন ও কাফিরদের কর্মফলের প্রতিদান

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যারা তাঁর অনুগত, বাধ্যগত এবং যারা পাপকাজ হতে দূরে থেকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।

ইবন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তাদেরকে ‘আবরার’ বলা হয়েছে এই কারণে যে, তারা মাতা-পিতার অনুগত ছিল এবং সন্তানদের সাথে ভাল ব্যবহার করত।’

পাপাচারীরা থাকবে চিরস্থায়ী জাহান্নামে। হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান লাভ করার দিন তথা কিয়ামাতের দিন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এক ঘণ্টা বা মুহূর্তের জন্যও তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দেয়া হবে না। তারা মৃত্যু বরণও করবেনা এবং শাস্তিও পাবেনা। ক্ষণিকের জন্যও তারা শাস্তি হতে দূরে থাকবেনা।

এরপর কিয়ামাতের বিভীষিকা প্রকাশের জন্য দুই দুইবার আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ঐ দিন কেমন তা তোমাদেরকে কোন জিনিস জানিয়েছে? তারপর তিনি নিজেই বলেন : يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ كَهِ কারও কোন উপকার করতে পারবেনা এবং শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দেয়ার ক্ষমতা রাখবেনা। তবে হ্যাঁ, কারও জন্য সুপারিশের অনুমতি যদি স্বয়ং আল্লাহ কেহকে প্রদান করেন তাহলে সেটা আলাদা কথা।

অতঃপর আল্লাহ বলেন يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا তখন কেহ কারও উপকারে আসবেনা, যে যে অবস্থায় থাকবে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে কেহ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেনা, যতক্ষণ না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তার উপর খুশি হবেন এবং তার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়ার ইচ্ছা করবেন। এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। তা হল এই যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘হে বানু হাশিম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর। (জেনে রেখ যে,) আমি (কিয়ামাতের দিন) তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করার কোনই অধিকার রাখব না। (মুসলিম ১/১৯২)

সূরা শুআরার তাফসীরের শেষাংশে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এরপর এখানে এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, সেই দিন কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা গাফির, ৪০ : ১৬) আরো বলেন : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ অর্থাৎ ‘যিনি কর্মফল দিবসের মালিক।’ আর এক জায়গায় বলেন :

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ

সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৬) এ অর্থ নিম্ন আয়াতেও প্রকাশ পাচ্ছে :

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

যিনি বিচার দিনের মালিক। (সূরা ফাতিহা, ১ : ৪)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : এসব আয়াতের আসল বক্তব্য হল এই যে, সেই দিন মালিকানা ও সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র কাহহার ও রাহমানুর রাহীম আল্লাহর হাতে ন্যস্ত থাকবে। অবশ্য এখনো তিনিই সর্বময় ক্ষমতা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী বটে, কিন্তু সেই দিন বাহ্যিকভাবেও অন্য কেহই কোন হুকুমাত ও কর্তৃত্বের চেষ্টাও করবেনা। বরং সমস্ত কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর।

সূরা ইনফিতার এর তাফসীর সমাপ্ত।